বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

প্রথম খণ্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

[স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৬
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮.	নিরিক্ষার সুপারিশ	৭
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ও আপত্তির শিরোনাম	১১-৩০
১০.	অনুচ্ছেদ-১ ঃ ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য ও স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩,৭০,১২,১৮৬ টাকা।	১১-১২
১১.	অনুচ্ছেদ-২ ঃ স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন লঙ্ঘন করে ইউনিয়ন সড়ক মেরামত কাজে সিলকোট ও ডব্লিউবিএম কাজে অতিরিক্ত পুরুত্ব প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন প্রদান এবং বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩,৯০,৭৬,৬২৭ টাকা ক্ষতি।	১৩-১৪
১২.	অনুচ্ছেদ-৩ ঃ সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্ধারিত রোড ডিজাইন উপেক্ষা করে সড়ক বেডে সাব-বেইজ নির্মাণ ব্যতিরেকে সড়ক নির্মাণ করে অনিয়মিত ব্যয় ২,৭৯,৪৪,৭২৬ টাকা।	১৫
১৩.	অনুচ্ছেদ-৪ ঃ ঠিকাচুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের নিকট হতে বিভাগীয় রোলার ভাড়া/ যন্ত্রপাতি ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি ২১,৭৮,৬৩৩ টাকা ।	১৬
১৪.	অনুচ্ছেদ-৫ ঃ রোড কাটিং বাবদ ক্ষতি পূরনের প্রাপ্ত অর্থ সুদসহ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায়, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫,৬১,৫৭,৯৬৩ টাকা ।	১৭
১৫.	অনুচ্ছেদ-৬ ঃ গার্ডার ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমলেও চুক্তি মূল্যের কোন পরিবর্তন না করায় ক্ষতি ৩৮,৮৫,১৯১ টাকা।	১৮
১৬.	অনুচ্ছেদ-৭ ঃ অনুমোদিত ডিপিপি অতিরিক্ত ২০৯০ জন এল সি এস কর্মী নিয়োগ প্রদর্শন করে মজুরি বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৫,২২,৯১,৮০০ টাকা ।	১৯
১৭.	অনুচ্ছেদ-৮ ঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহবান না করে ঢালাও ভাবে সমুদয় কাজ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে জিওবি উন্নয়ন/অনুন্নয়ন খাতে অনিয়মিতভাবে ১০৩,৭০,৪৬,২২৫ টাকার দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন।	২০
১৮.	অনুচ্ছেদ-৯ ঃ বরাদ্দের অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের ৪৩,৮৬,২৫,৫২৭ টাকার আর্থিক দায় সৃষ্টি।	২১-২২
১৯.	অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ৫টি কালভার্ট নির্মাণ না করা সত্ত্বেও কালভার্ট নির্মাণের ৪২,১৪,১০২ টাকা ব্যয় দেখিয়ে হিসাবভূক্ত।	২৩
২০.	অনুচ্ছেদ-১১ ঃ জামানতের অর্থের উপর ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ ১৩,৩১,৫৭৮ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।	২৪
২১.	অনুচ্ছেদ-১২ ঃ পৌরসভার আওতাধীন সড়ক উন্নয়নে এখতিয়ার বহির্ভূত অনিয়মিত ব্যয় ৪৮,২২,৯৫৩ টাকা।	২৫
২২.	অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা না করে ভিন্ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অর্থ খরচে অনিয়মিত ব্যয় ২,৩৯,৫০,০০০টাকা।	২৬
২৩.	অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ অনুমোদিত ড্রয়িং এর কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও আরসিসি ব্রিজের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ কাজে ঠিকাদারকে চুক্তিবদ্ধ পরিমাণের অধিক পরিশোধ করায় ১৫,০৩,১২৮ টাকা ক্ষতি।	২৭
২৪.	অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ এইচবিবি রাস্তাকে বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তায় উন্নীতকরণ কাজে বিদ্যমান রাস্তায় বালুর স্তর থাকা সত্ত্বেও পুনরায় SAND FILLING দেখিয়ে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধে ক্ষতি ৩৩,০৭,২৩০ টাকা।	২৮
২৫.	অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ বরাদ্দ মঞ্জুরি ব্যতিত ও মেয়াদ উত্তীর্ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের দায় দেনা পরবর্তী অর্থবৎসরে পরিশোধ করায় ১,০৬,৭৪,৩৪৯ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।	২৯-৩০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ১৭-১১-১৪২২ / ২৯-০২-২০১৬ বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের ক্ষুদ্র অংশ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। কাজেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় সরকার, প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ দূরীকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সরকারি ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রিপোর্টটি দু'খন্ডে প্রণীত। প্রথম খন্ডে আপত্তি অনুচ্ছেদসমূহের বিবরণসহ ম্যানেজমেন্ট ইস্যু সন্নিবেশিত আছে এবং দ্বিতীয় খন্ডে সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ০৫-১১-১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৭-০২-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১.	ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য ও স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,৭০,১২,১৮৬
২.	স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন লংঘন করে ইউনিয়ন সড়ক মেরামত কাজে সিলকোট ও ডব্লিউবিএম কাজে অতিরিক্ত পুরুত্ব প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন প্রদান এবং বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	৩,৯০,৭৬,৬২৭
৩.	সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্ধারিত রোড ডিজাইন উপেক্ষা করে সড়ক বেডে সাব-বেইজ নির্মাণ ব্যতিরেকে সড়ক নির্মাণ করে অনিয়মিত ব্যয়।	২,৭৯,৪৪,৭২৬
৪.	ঠিকা চুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের নিকট হতে বিভাগীয় রোলার ভাড়া/ যন্ত্রপাতি ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	২১,৭৮,৬৩৩
৫.	রোড কাটিং বাবদ ক্ষতি পূরনের প্রাপ্ত অর্থ সুদসহ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫,৬১,৫৭,৯৬৩
৬.	গার্ডার ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমলেও চুক্তি মূল্যের কোন পরিবর্তন না করায় ক্ষতি।	৩৮,৮৫,১৯১
৭.	অনুমোদিত ডিপিপি অতিরিক্ত ২০৯০ জন এল সি এস কর্মী নিয়োগ প্রদর্শন করে মজুরি বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	৫,২২,৯১,৮০০
৮.	উন্মুক্ত দরপত্র আহবান না করে ঢালাও ভাবে সমুদয় কাজ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে জিওবি উন্নয়ন/অনুন্নয়ন খাতে অনিয়মিতভাবে দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন।	১০৩,৭০,৪৬,২২৫
৯.	বরাদ্দের অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের আর্থিক দায় সৃষ্টি।	৪৩,৮৬,২৫,৫২৭
১০.	৫টি কালভার্ট নির্মাণ না করা সত্ত্বেও কালভার্ট নির্মাণের ব্যয় দেখিয়ে হিসাবভূক্ত।	৪২,১৪,১০২
১১.	জামানতের অর্থের উপর ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি।	১৩,৩১,৫৭৮
১২.	পৌরসভার আওতাধীন সড়ক উন্নয়নে এখতিয়ার বহির্ভূত অনিয়মিত ব্যয়।	৪৮,২২,৯৫৩
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা না করে ভিন্ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অর্থ খরচে অনিয়মিত ব্যয়।	২,৩৯,৫০,০০০
১৪.	অনুমোদিত ড্রয়িং এর কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও আরসিসি ব্রিজের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ কাজে ঠিকাদারকে চুক্তিবদ্ধ পরিমাণের অধিক পরিশোধ করায় ক্ষতি।	১৫,০৩,১২৮
১৫.	এইচবিবি রাস্তাকে বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তায় উন্নীত করণ কাজে বিদ্যমান রাস্তায় বালুর স্তর থাকা সত্ত্বেও পুনরায় SAND FILLING দেখিয়ে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধে ক্ষতি।	৩৩,০৭,২৩০
১৬.	বরাদ্দ মঞ্জুরি ব্যতিত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের দায় দেনা পরবর্তী অর্থ বৎসরে পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়।	১,০৬,৭৪,৩৪৯
	সর্বমোট=	১৭৪,৪০,২২,২১৮

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবৎসর	ঃ	২০১০-১১
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল।
		২. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারিপুর।
		৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।
		৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।
		৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরগুনা।
		৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা।
		৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
		৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নেত্রকোনা।
		৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, হবিগঞ্জ।
		১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা।
		১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মানিকগঞ্জ।
		১২. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিরাজগঞ্জ
		১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঠাকুরগাওঁ ।
		১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট।
		১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৌলভিবাজার।
		১৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, লালমনিরহাট।
		১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পঞ্চগড়।
		১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ।
		১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সুনামগঞ্জ।
		২০. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
		২১. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাগুরা।
		২২. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভোলা।
		২৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মুন্সিগঞ্জ।
		২৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝালকাঠি।
		২৫. প্রকল্প পরিচালক, পল্লী সড়কে হালকা যানবাহন চলাচলযোগ্য ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।
		২৬. প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়িয়া), এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা
		২৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বান্দরবান।
		২৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, শেরপুর।
		২৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বরিশাল।
		৩০. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর।
		৩১. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নারায়নগঞ্জ।
		৩২. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নরসিংদী।
		৩৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর।

৩৪. প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর)

৩৫. প্রকল্প পরিচালক "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেন্যান্স" (আরইআরএমপি) এলজিইডি, ঢাকা

৩৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া

৩৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ,কুড়িগ্রাম

৩৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জামালপুর

৩৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নড়াইল

৪০. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি

৪১. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ।

৪২. প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জেলার প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল) প্রকল্পে

৪৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ,নীলফামারী

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরণ	ঃ	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করণ ও ভাউচার স্যাম্পলিং।
নিরীক্ষার সময়কাল	ঃ	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১১ ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে	ঃ	জনাব কে এম সিরাজুল মুনির, পরিচালক জনাব এ কে এম জুবায়ের, উপ-পরিচালক। জনাব মোঃ আলী আজগর, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা।
সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- ভূয়া এবং নাম সর্বস্ব পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার দেখিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ।
- অর্জিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।
- অনুমোদিত নক্শা, ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ না করা।
- সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস/২০০৮ এর প্রবিধান অনুসরণ না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ

- প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ আবশ্যক।
- নিরীক্ষা আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক।
- যে কোডে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়, সেই কোডে অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- রাজস্ব আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য ও স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৩,৭০,১২,১৮৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, কক্সবাজার, পিরোজপুর, বরগুনা, চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, , ঝিনাইদহ, খাগড়াছড়ি, ঠাকুরগাঁও ও বরিশাল অফিসের ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ০২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট কাজের নথিসমূহ কার্যাদেশ, প্রাক্কলন, দরপত্র সিডিউল, মূল্যায়ন প্রতিবেদন, বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল ও মাদারীপুরের বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন কাজে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামাল (স্যালভেজ) এর মূল্য কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে ২১,৮১,৯৩৫ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১)], ৪৯,৩৭,০১২ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(২)] এবং ৩১,২১,০৪৯ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(৩)] দ্রষ্টব্য।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কক্সবাজার, পিরোজপুর, বরগুনা, চুয়াডাঙ্গা কার্যালয়ে দেখা যায় যে ঠিকাদার বিলের Gross Amount থেকে স্যালভেজ (salvage) মালামালের মূল্য বাদ দিয়ে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় সরকার স্যালভেজ (salvage) মালামালের উপর ভ্যাট ও আয়কর হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ যথাক্রমে ২,২০,৪১৫ টাকা [পরিশিষ্ট- ক(৪)], ৫,৬৪,৯১০ টাকা [পরিশিষ্ট ক(৫)], ২,২৪,৫৬৪, টাকা [পরিশিষ্ট ক(৬)], ২,৪৬,১৫৮ টাকা [পরিশিষ্ট ক(৭)] রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, টাঙ্গাইল, বরগুনা ও ঢাকা কার্যালয়ে রাস্তা হতে যে পরিমান ইট পাওয়ার কথা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণ ইটের মূল্য বাদ দেয়ায় যথাক্রমে ৩১,৯৭,৫০২ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(৮)], ১৩,৩৭,২৩০ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(৯)] এবং ১০,০৯,১৪৪ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১০)] আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পিরোজপুর ও নেত্রকোনা কার্যালয়ে ইটের মূল্য ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন না করায় যথাক্রমে ৪,১৫,৮০০ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১১)] ও ১,২৬,৮৪,২৫০ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১২)] ক্ষতি হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ কার্যালয়ে স্যালভেজড এর মূল্য কম নির্ধারন করতঃ প্রাক্কলন অনুমোদন করেন যা সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ না করে ঠিকাদারের স্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক। ফলে স্যালভেজ মালামাল বাবদ ধার্যকৃত ৪৪,১০,৭৩৫ টাকা বিল হতে কর্তন না করায় সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-ক (১৩)]।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা কার্যালয়ে স্যালভেজড ইটের পরিমান প্রাক্কলনে না দেখানোর ফলে সরকারের ৪,১৪,৪২২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-ক(১৪)]।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মানিকগঞ্জ কার্যালয়ে স্যালভেজ ম্যাটেরিয়াল হিসাবে এমএস রড এবং ইট পাওয়া গেলেও এর মূল্য বাবদ মোট ৩,৩২,৩১৬ টাকা গ্রস বিল হতে কর্তন করা হয়নি [পরিশিষ্ট- ক(১৫)]।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঝিনাইদহ অফিসে উদ্ধারকৃত বিভাগীয় মালামাল যা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তা বাদ দিয়ে বিলের পরিমাণ নির্ধারণ করে তার উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করায় আরো কর্তনযোগ্য ভ্যাট বাবদ ৪,৪৯,৬৬৩ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১৬)] ও আয়কর বাবদ ৩,৯০,৯৬৩ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১৭)] আদায় করা হয়নি।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, খাগড়াছড়ি, ঠাকুরগাঁও এবং বরিশাল কার্যালয়ে ঠিকাদারের বিল পরিশোধকালে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের যথাক্রমে ১,৪৭,৭৫১ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১৮)], ৫,১২,৮২৯ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(১৯)] এবং ২,১৩,৫৩৮ টাকা [পরিশিষ্ট-ক(২০)] রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- অর্থ্যৎএক্ষেত্রে উক্ত কার্যালয় কর্তৃক ঠিকাদারের বিল হতে স্যালভেজ মালামালের মূল্য ও স্যালভেজ মালামালের মূল্যের উপর আয়কর এবং ভ্যাট কর্তন না করায় সর্বমোট সরকারের ৩,৭০,১২,১৮৬ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ।

- অনুমোদিত স্কিমের শর্তাবলী এবং পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক যে সকল স্কিমে বিভাগীয়/উদ্ধারকৃত মালামাল ব্যবহৃত হবে সে সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বিভাগীয়/উদ্ধারকৃত মালামালের মূল্য বাদ দিয়ে প্রাপ্ত বিলের উপর ভিত্তি করে ভ্যাট বা আয়কর কর্তন করা যাবে না।

- জিএফআর ৫ ও ৬ ধারা মোতাবেক উদ্ধার প্রাপ্ত স্যালভেজ মালামালের মূল্য বাবদ কর্তনকৃত অর্থ সরকারি রাজস্ব খাতে জমা করতে হবে।

- জিএফআর প্যারা-১০ নির্দেশনানুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড এক্ষেত্রে নিশ্চিত করা হয়নি।

- সিপিডব্লিউ-এ কোডের ৬৬ ধারা মোতাবেক সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তির টাকা যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান রয়েছে।

- সিপিডব্লিউ এ কোডের ১৭৭ (এ) মোতাবেক সরকারি রাজস্ব আদায় এবং কোষাগারে জমা করা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অব/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখ ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ মোতাবেক প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

- স্মারক নং-এলজিইডি/তঃপ্রঃ(রঃ)/এম-৩৪/২০০৯/৯৬ তারিখ ২০-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের শর্তাবলী (খ) মোতাবেক বিভাগীয়/ উদ্ধারকৃত মালামালের মোট মূল্য বিল হতে কর্তন করতে এবং মোট মূল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার নির্দেশনা রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের মোটমূল্য হতে Salvage Materials এর মূল্য বাদ দিয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ইহাতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয় নাই।

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্যালভেজ মালামালের মূল্য,আয়কর ও ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় জবাব বিবেচিত হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে যথাক্রমে ২৮.০৮.১২, ০৩.০৯.১২, ৩০.০৫.১২, ০৪.০৬.১২, ০৩.০৯.১২, ১৪.০৫.১২, ১৯.০৬.১২, ১৫.০৫.১২, ২৭.০৮.১২, ০৫.০৭.১২, ১৫.০৩.১২, ২৬.০৪.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে যথাক্রমে০৮.১০.১২, ৩০.০৮.১২, ২৯.০৮.১২, ২৮.০৮.১২, ৩০.০৯.১২, ০৯.০৯.১২, ১১.০৯.১২, ১৮.১১.১২, ১১.১০.১২, ০৫.০৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে যথাক্রমে ১৭.১০.১২, ২৬.০৯.১২, ০৫.০৯.১২, ১৭.০৯.১২ ও ২৮.০৪.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক স্যালভেজ মালামালের মূল্য, আয়কর ও ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন লংঘন করে ইউনিয়ন সড়ক মেরামত কাজে সিলকোট ও ডব্লিউবিএম কাজে অতিরিক্ত পুরুত্ব প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন প্রদান এবং সে অনুযায়ী বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩,৯০,৭৬,৬২৭ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, সিলেট, মৌলভীবাজার, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, দিনাজপুর, মাগুড়া, ভোলা, মুন্সিগঞ্জ, ঝালকাঠি, ঢাকা এবং প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়িয়া), এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে সম্পাদিত কাজের নথিপত্র, বিল ভাউচার, প্রাক্কলন সহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, সিলেট, মৌলভীবাজার, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, চট্টগ্রাম, সুনামগঞ্জ, দিনাজপুর, মাগুড়া, ভোলা, মুন্সিগঞ্জ, ঝালকাঠি, ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন অমান্য করে রাস্তার মেরামত কাজে বেশী পুরুত্বে সিলকোট কাজের বিল পরিশোধ করায় সরকারের যথাক্রমে ৬,৫৭,৪৩০ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১)], ১৩,০৩,৩১৫ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(২)], ৯,৮৫,২৪৮ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৩)], ১৯,৯৬,৯৩৭ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৪)], ১,৩৬,৮০,০৩৪ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৫)], ২০,৩০,৪৬৯ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৬)], ১৩,৩৪,৫০০ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৭)], ২১,০২,৫২৪ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৮)], ১৯,৫১,৭৬৪ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(৯)], ৭,৭৬,৭৬৫ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১০)], ১৮,৬৩,১১০ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১১)], ৩২,৫৪,১৩০ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১২)], ৩,৮২,৪০১ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১৩)], ৩১,৬৫,৩৮২ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১৪)], ১৪,৯৯,৩১৩ টাকা [পরিশিষ্ট-খ (১৫)] ও ৭,৪৮,১৯৪ টাকা [পরিশিষ্ট-খ(১৬)]।

- এছাড়া প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়িয়া), এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা কার্যালয় নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন টাইপ-০৮ এর ডব্লিউবিএম স্তরের পুরুত্ব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৫০ মিঃমিঃ (৬ ইঞ্চি) কে ঘষামাজা করে ২০০ মিঃমিঃ (৮ ইঞ্চি) দেখিয়ে অধিক পুরুত্ব প্রদান করে সড়ক নির্মাণের অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছেন- যা সিপিডব্লিউ ডি কোডের ৫৪ ও ৯৫ নং প্যারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকল্পের মূল ডিপিপিটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত মূল ডিপিপিতে প্রকল্প ভূক্ত সড়কসমূহ সরকার অনুমোদিত রোড ডিজাইন টাইপ-০৮ অনুযায়ী নির্মাণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু একনেক অনুমোদিত ডিপিপি'র কোন মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/সংশোধন/বিয়োজন ইত্যাদি করার ক্ষমতা একমাত্র একনেকের। অধঃস্তন কোন কর্তৃপক্ষ একনেকের কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন না। এতে সরকারের মোট ১৩,৪৫,১১১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-খ(১৭)]।

- অর্থাৎ এক্ষেত্রে উক্ত কার্যালয় কর্তৃক স্ট্যান্ডার্ড রোড ডিজাইন লংঘন করে ইউনিয়ন সড়ক মেরামত কাজে সিলকোট ও ডব্লিউবিএম কাজে অতিরিক্ত পুরুত্ব প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করে অনুমোদন প্রদান এবং সে অনুযায়ী বিল পরিশোধ করায় সরকারের সর্বমোট ৩,৯০,৭৬,৬২৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

- জিএফআর ১ম খন্ড প্যারা-১০ অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক যথার্থতার মানদন্ড অনুসরণ করা আবশ্যক। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পরিবহণ উইং এর প্রজ্ঞাপন নং-পিসি/টিএস/সড়ক/স্টান্ডার্ড-১০ (ভলি-২)/০৩-৬৪৯ তারিখ-০৪-০৯-২০০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত সড়ক নির্মাণ নীতিমালা ও রোড ডিজাইন স্টান্ডার্ড অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশের ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়কের জন্য প্রযোজ্য ডিজাইন টাইপ-০৭ ও ০৮ এর স্পেসিফিকেশনে (যা এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত) ইউনিয়ন সড়কের সিলকোটের পুরুত্ব ৭মিমিঃ ও ডব্লিউবিএম স্তরের পুরুত্ব ১৫০ মিঃমিঃ বা ৬ ইঞ্চি প্রদান করা সরকারি সিদ্ধান্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অনুমোদিত প্রাক্কলন ও ডিজাইন অনুযায়ী মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ঠিকাদারের অনুকুলে কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয় নাই।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পরিবহণ উইং এর প্রজ্ঞাপন নং-পিসি/টিএস/সড়ক/স্টান্ডার্ড-১০ (ভলি-২)/০৩-৬৪৯ তারিখ-০৪-০৯-২০০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারীকৃত সড়ক নির্মাণ নীতিমালা ও রোড ডিজাইন স্টান্ডার্ড অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশের ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়কের জন্য প্রযোজ্য ডিজাইন টাইপ-০৭ ও ০৮ এর স্পেসিফিকেশনে (যা এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত) ইউনিয়ন সড়কের ডব্লিউবিএম স্তরের পুরুত্ব ১৫০ মিঃমিঃ বা ৬ ইঞ্চি, সিলকোটের পুরুত্ব ৭ মিঃ মিঃ প্রদান করা সরকারি সিদ্ধান্ত। সুতরাং সরকারি উক্ত সড়ক নির্মাণ নীতিমালা ও স্পেশিফিকেশন উপেক্ষা করে বা সরকার অনুমেদিত ডিজাইন পরিবর্তন করে কোন সড়ক নির্মাণ করা বিধি সম্মত নয় এবং তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে যথাক্রমে ০৩.০৯.১২, ০৪.০৬.১২, ২৭.০৮.১২, ২৬.০৪.১৩, ১৫.০৩.১২, ১৯.০৬.১২, ১৭.০৪.১২, ০৫.০৭.১২, ১৪.০৫.১২, ১৯.০৬.১২, ১০.০৫.১২খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে যথাক্রমে ০৮.১০.১২, ২৯.০৮.১২, ১৮.১১.১২, ০৮.০৭.১২, ০৩.০৯.১২, ১১.০৯.১২, ২৮.০৮.১২, ,০২.০১.১৩ ,০৫.০৯.১২, ,১১.১০.১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে যথাক্রমে ১৭.১০.১২, ২৯.০৯.১২, ২৬.০৪.১৩, ১৭.০৯.১২, ০৫.০৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আলোচ্য অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনাম	ঃ	**সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্ধারিত রোড ডিজাইন উপেক্ষা করে সড়ক বেডে সাব-বেইজ নির্মাণ ব্যতিরেকে সড়ক নির্মাণ করে অনিয়মিত ব্যয় ২,৭৯,৪৪,৭২৬ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	• প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়িয়া), এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা এর ২০১০-১১ সালের নিরীক্ষা কার্যক্রম গত ১৩-১১-২০১১ হতে ১৭-১১-২০১১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১০-১১ সালে অনুমোদনকৃত সড়ক নির্মাণের প্রাক্কলনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। • এতে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষিত সনে সরকার অনুমোদিত রোড ডিজাইন স্টান্ডার্ড উপেক্ষা করে আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়িয়া জেলার বিভিন্ন উপজেলার ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক নির্মাণে ১:১ অনুপাতে খোয়া ও বালুর মিশ্রণে প্রস্তুত খুবই গুরুত্বপূর্ণ কমপেকটেড সাব-বেইজ নির্মাণ ব্যতিরেকে সড়ক/রাস্তা নির্মাণের কারিগরী অনুমোদন ও বরাদ্দ প্রদান করে সরকারের মোট ২,৭৯,৪৪,৭২৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি বা অপচয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-গ)। • সরকার তথা পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদিত ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য স্টান্ডার্ড রোড ডিজাইন টাইপ-০৮ অনুযায়ী সড়ক নির্মাণে সড়ক বেডে নির্ধারিত পুরুত্বে কমপেকটেড সাব-বেইজ নির্মাণ বাধ্যতামূলক। সাব-বেইজবিহীন সড়কের ভারবহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে নির্মিত সড়কে উপরিভাগের বিভিন্ন স্তরের (সিলকোট, কার্পেটিং ও ডব্লিউবিএম ইত্যাদি) উপর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চাপ পড়ে। ফলে উপরিভাগের লেয়ার খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং এতে সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত না হয়ে অর্থ অপচয় হয়।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সাব-বেইজের খোয়া বালুর মিশ্রণ ১:১ অনুপাতে পাওয়া যায় না। সে করণে খোয়া বালুর মিশ্রন বাদ দিয়ে বেইসকোর্সে ডব্লিউবিএম এর পুরুত্ব ১৫০ মিঃমিঃ এর স্থলে ২০০ মিঃমি করা হয়েছে। এতে রাস্তার ভারবহন ক্ষমতা কোনমতেই নষ্ট হয়নি। বরং সরকারের অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি'র ৮ ও ১০নং পৃষ্ঠার ৯(৪) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ডিজাইনের এ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক কোন অনিয়ম হয়নি।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• প্রকল্প পরিচালকের জবাব সরকারি বিধান ও সরকারি সড়ক নির্মাণ নীতিমালা পরিপন্থী বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ঃ • (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সড়ক পরিবহণ উইং এর প্রজ্ঞাপন নং-পিসি/টিএস/সড়ক/স্টান্ডার্ড-১০ (ভলি-২)/০৩-৬৪৯ তারিখ- ০৪-০৯-২০০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত সড়ক নির্মাণ নীতিমালা ও রোড ডিজাইন স্টান্ডার্ড অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশের ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়কের জন্য প্রযোজ্য ডিজাইন টাইপ-০৭ ও ০৮ এর স্পেসিফিকেশনে (যা এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত) সড়ক ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণে ইমপ্রুভ সাব-গ্রেড (কমপেকটেড বালুর স্তর) এর উপর ১৫০ মিঃ মিঃ বা ৬ ইঞ্চি পুরুত্বে ১:১ মিশ্রণে বালু ও খোয়ার কমপেকটেড সাব-বেইজ নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত সরকারি স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের অধীনে নির্মাণাধীন গুটি কয়েক সড়ক ব্যতিত সমগ্র বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর সড়ক নির্মাণে সরকার কর্তৃক জারিকৃত ডিজাইন অনুযায়ী উক্ত সাব-বেইজ নির্মাণ করেই সড়ক নির্মিত হচ্ছে। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১০.৫.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১.১০.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮.৪.১২খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা সহ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। • যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আলোচ্য নির্মাণকৃত সড়ক গ্রহণযোগ্য গুণগত মানসম্পন্ন হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা আবশ্যক। • অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সড়ক নির্মাণে সরকারি আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হতে তা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

শিরোনাম ঃ ঠিকা চুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের নিকট হতে বিভাগীয় রোলার ভাড়া/যন্ত্রপাতি ভাড়া আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি ২১,৭৮,৬৩৩ টাকা ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বান্দরবান, শেরপুর ও বরিশাল কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সালের কার্যক্রম গত ১৩-১২-২০১১ খ্রিঃ হতে ০৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে আলোচ্য বিভাগীয় সম্পাদিত বিভিন্ন উন্নয়ন ও মেরামত কাজে বিভাগীয় রোলার/যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও ভাড়া আদায়ের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে,

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বান্দরবান, শেরপুর ও বরিশাল কার্যালয়ে ঠিকাদারদের নিকট হতে ঠিকা চুক্তি ও কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের উপর বিভাগীয় রোলার/যন্ত্রপাতির ভাড়া আদায় না করে তাঁদের চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের যথাক্রমে মোট ১৪,৩৩,০৮৯ টাকা [পরিশিষ্ট-ঘ(১)], ৩,৩০,৫৮৭ টাকা [পরিশিষ্ট-ঘ(২)], ৪,১৪,৯৫৭ টাকা [পরিশিষ্ট-ঘ(৩)] সহ সর্বমোট **২১,৭৮,৬৩৩** টাকা ক্ষতি সাধন হয়েছে।

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী বিভাগীয় রোড রোলার ব্যবহার এবং ঠিকাদারের বিল হতে ভাড়া কর্তন করা আবশ্যক। জিএফ আর-২০ (৪) নং বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব সম্মতি ব্যতিত সম্পাদিত কোন চুক্তির পরিবর্তন করা যায় না।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের নং-অম/অবি/ব্যঃ নিঃ-১/ডি পি-১/২০০০/১২ নম্বর আদেশের সাথে সংযুক্ত অর্থ বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরিতব্য বিষয়াদির তালিকার ১১ নং ক্রমিকের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব প্রাপ্তির উপর প্রভাব ফেলে চুক্তিবদ্ধ এমন যে কোন প্রস্তাব বা বিষয় রহিত করণ আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি ব্যতিরেকে অনুমোদনযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারকে আর্থিক ভাবে লাভবান করে তাঁকে রোলার ভাড়া পরিশোধ হতে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিভাগীয় কাজ সম্পাদনের স্বার্থে ঠিকাদারের আবেদন বিবেচনায় অন্য দপ্তরের রোলার ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকারি কাজের স্বার্থে সঠিক সময়ে কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রোলার ব্যবহার করার বিষয় বিবেচনায় আপত্তিটি প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা, ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী সরকারি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য তাঁকে বিভাগীয় রোলার সরবরাহ করা এবং ঠিকাদারও সরকারি রোলার দিয়ে সরকারি কাজ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ। তাছাড়া রোলার নষ্ট হলে সরকারি রাজস্ব আদায় ও সরকারি কাজের স্বার্থে তা দ্রুত মেরামত করে ঠিকাদারদের সরবরাহ করা নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব। এক্ষেত্রে ঠিকা চুক্তি শিথিলের মাধ্যমে সরকারের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ করে তাঁকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৫.৭.১২, ৪.৪.১২ ও ৫.৭.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩.৯.১২, ৮.৭.১২, ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২, ৫.৯.১২, ২৮.৪.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ঠিকা চুক্তি ও কার্যাদেশের শর্ত উপেক্ষা করে সরকারি রাজস্ব ক্ষতির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতঃ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

শিরোনাম	ঃ	রোড কাটিং বাবদ ক্ষতি পূরনের প্রাপ্ত অর্থ সুদসহ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫,৬১,৫৭,৯৬৩ টাকা.।
বিবরণ	ঃ	• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী ও ঢাকা কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ১১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
		• নিরীক্ষাকালীন সময়ে বিল-ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, চালান ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয় । এতে দেখা যায় যে,
		• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাজীপুর ও নারায়নগঞ্জ কার্যালয় কর্তৃক রোড কাটিং বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা করার পরিবর্তে ব্যাংকে তথা সরকারি হিসাবের বাহিরে রাখা হয়েছে। এতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে ২৬,৭৯,২৪৩ টাকা [পরিশিষ্ট-ঙ(১)] ও ১,৩০,৯১,০৬০ টাকা [পরিশিষ্ট-ঙ(২)] ।
		• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নরসিংদী কার্যালয়ে রাস্তা কাটা বাবদ বিভিন্ন সংস্থা হতে রাজস্ব হিসাবে প্রাপ্ত ১,৯৮,০৯৮ টাকা এবং এসটিডি হিসাব হতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত ৩,৬২,১২৮ টাকা সহ মোট ৫,৬০,২২৬ টাকা সরকারি খাতে জমা করা হয়নি [পরিশিষ্ট-ঙ(৩)]।
		• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা কার্যালয়ে রোড কাটিং বাবদ বিভিন্ন সংস্থা এবং সেলুলার মোবাইল কোম্পানির নিকট হতে রাজস্ব হিসেবে অর্জিত অর্থ কোষাগারে জমা না করে সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূত এবং অনিয়মিতভাবে সর্বমোট ৩,৯৮,২৭,৪৩৪ টাকা বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ আইডিবি শাখায় হিসাব নম্বর -১৩৬০০০০৬৬২ তে জমা করে রাখা হয়েছে [পরিশিষ্ট-ঙ(৪)]।
		• এক্ষেত্রে উক্ত ০৪টি কার্যালয় কর্তৃক সর্বমোট ৫,৬১,৫৭,৯৬৩ টাকা সরকারি খাতে জমা করা হয়নি।
		• জেনারেল ফাইন্যান্সিয়াল রুলস এর বিধি ২৮, ট্রেজারি রুল ৭(১) এবং সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্ট কোড এর প্যারা ১৭৭ অনুযায়ী সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব দ্রুত নির্ধারণ ও আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• রোড কাটিং এর বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। নির্দেশনা প্রাপ্তির পর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অডিটকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়নি। কারণ সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা দেওয়ার বিষয়ে আর্থিক বিধি ও কোডাল বিধিতে নির্দেশনা দেওয়া আছে। রোড কাটিং বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। উক্ত অর্থ সরকারি খাতে জমা না করায়, সরকার রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।
		• উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৩.৯.১২, ১৯.৬.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৮.১০.১২, ৫.৯.১২, ২৮.৮.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.১০.১২, ১৭.৯.১২, ৫.৯.১২, ২৬.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে রোড কাটিং বাবদ প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

শিরোনাম	ঃ	**গার্ডার ব্রিজের দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমলেও চুক্তি মূল্যের কোন পরিবর্তন না করায় ক্ষতি ৩৮,৮৫,১৯১ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চাঁদপুর কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ সনের হিসাব নিরীক্ষার কাজ ১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়। • স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে হাজীগঞ্জ উপজেলাধীন বলাখাল বড়ফুল পঃ ইউপি সড়কে ১৫০০ মিঃ চেইনেজে ডাকাতিয়া-নদীর উপর ১৮০.৩২ মিঃ দীর্ঘ পিএসসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ কাজের নথিপত্র যাচাই করা হয়। যাচাইকালে দেখা যায় যে, টেন্ডার সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর স্মারক নং-২৯৮৯ তারিখ-৩১-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ঠিকাদার MV (Bashi) MAH (JV) কে চুক্তিমূল্য ১১,০৮,৫০,৯১৫ টাকা ধরে ৫৫০ দিন সময় প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্মারক নং-১০৯১ তারিখ-৪-৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে দৈর্ঘ্য ১৮০.৩২০ মিঃ হতে কমিয়ে ১৭৪.০০ মিঃ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ৬.৩২০ মিটার কমানো হলেও চুক্তিমূল্য আনুপাতিক হিসাবে কমানো হয়নি ফলে ৩৮,৮৫,১৯১ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- চ) ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পুনরায় পর্যালোচনা করার কোন অবকাশ নাই। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৭.৮.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১.১০.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.১০.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ শিরোনামে বর্ণিত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৭

শিরোনাম	ঃ	অনুমোদিত ডিপিপি অতিরিক্ত ২০৯০ জন এলসিএস কর্মী নিয়োগ প্রদর্শন করে মজুরি বাবদ অনিয়মিত ব্যয় ৫,২২,৯১,৮০০ টাকা ।
বিবরণ	ঃ	• প্রকল্প পরিচালক "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেন্যান্স" (আরইআরএমপি), এলজিইডি, ঢাকা অফিসের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৯-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ডিপিপি এবং এলসিএস নিয়োগ ও মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, • অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের বিপরীতে সমগ্র দেশে মোট ৪৯,০৬০ জন Labour Contracting Society (এলসিএস) নিয়োগ এবং দৈনিক ৯০ টাকা হারে মজুরী পরিশোধযোগ্য। • কিন্তু নিরীক্ষাধীন অফিস কর্তৃক আলোচ্য সালে ৫১,১৫০ জন কর্মী নিয়োগ প্রদর্শন করে অতিরিক্ত (৫১,১৫০-৪৯,০৬০)=২০৯০ জন এলসিএস নিয়োগের বিপরীতে ২৭৮ দিনের মজুরি বাবদ (২০৯০×৯০×২৭৮) = ৫,২২,৯১,৮০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ছ)।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকেন।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৭.৫.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৮

শিরোনাম	ঃ	উন্মুক্ত দরপত্র আহবান না করে ঢালাও ভাবে সমুদয় কাজ সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে জিওবি উন্নয়ন/অনুন্নয়ন খাতে অনিয়মিতভাবে ১০৩,৭০,৪৬,২২৫ টাকার দরপত্র আহবান ও চুক্তি সম্পাদন।
বিবরণ	ঃ	• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও লালমনিরহাট এর ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-১১-২০১১খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
		• ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের বিভাগাধীন টেন্ডার রেজিষ্টার টেন্ডার নোটিশ, এন ও এ চুক্তিপত্র সম্পাদন ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়
		• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ ও লালমনিরহাট অফিসে বিশেষায়িত কাজ না হওয়া সত্ত্বেও খোলা দরপত্র আহ্বান না করে সীমিত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদান করে যথাক্রমে ৫৭,৫৯,০৯,০৪৪ টাকা [পরিশিষ্ট-জ(১)], ৩৪,৫০,৬৬,৫১৭ টাকা [পরিশিষ্ট-জ(২)]। ১০,৯৮,৯৫,৬০৬ টাকা [পরিশিষ্ট-জ(৩)] ও ৬২,৭৫,০৫৮ টাকা [পরিশিষ্ট-জ(৪)] সহ সর্বমোট ১০৩,৭০,৪৬,২২৫ টাকা সরকারের অপচয় করা হয়েছে ।
		• পিপিআর-২০০৮ বিধি-৬১ (১) অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে অথবা মূল্য সীমার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য ক্রয় পদ্ধতির কোন একটি পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হলে পন্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা কার্য ও ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রেবিবেচ্য পদ্ধতি হিসেবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।। তাছাড়া বিধি ৬৩ (ক) ও ৬৪ অনুযায়ী বিশেষায়িত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা এবং কার্য ও ভৌত সেবার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা যাবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে কাজগুলো বিশেষায়িত প্রকৃতির না হওয়ায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি বা ওটিএম অনুসরণযোগ্য ছিল।এক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
		• প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা এর স্মারক নং-এলজিইডি/সিই.এম-০১/২০০৪/১৪৫৯ তারিখ- ১৪-০২-২০০৪ খ্রিঃ এর পরিপত্রের অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে এলজিইডি'র সকল প্রকিউরমেন্টে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ওপেন টেন্ডার মেথড অনুসরণ করতে হবে। উক্ত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ (গ) অনুযায়ী ওপেন টেন্ডার মেথড এর পরিবর্তে অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ/অনুমোদন নিতে হবে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• ২০০৯ সালের ১২ই নভেম্বরে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের ৩ এর (১ ক) ধারা মোতাবেক অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন উল্লেখ করতে হবে। তবে কোন দরপত্র দাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলে গন্য হবে। সে মোতাবেক ২০১০-২০১২ অর্থ বৎসরে এলটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে কাজ করানো হয়েছে।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। সমুদয় কাজ ঢালাও ভাবে এলটিএম পদ্ধতিতে করার কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া পিপিআর/২০০৮ এ বিধি-৬৩ ও ৬৪ অনুযায়ী সীমিত দরপত্র পদ্ধতির প্রয়োগ ও ব্যবহারের অনুসরণীয় কার্য প্রণালীর পরিপন্থী ভাবে সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে চুক্তি/কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।
		• উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২৪.৪.১২, ৪.৬.১২, ১৭.৪.১২, ১৯.৬.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৮.৮.১২, ২৯.৮.১২ ,৩.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬.৯.১২, ১৭.১০.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৯

শিরোনাম ঃ বরাদ্দের অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের ৪৩,৮৬,২৫,৫২৭ টাকার আর্থিক দায় সৃষ্টি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জামালপুর, শেরপুর, নড়াইল, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং প্রকল্প পরিচালক, পল্লী সড়কে হালকা যানবাহন চলাচলযোগ্য ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প ও প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়িয়া), এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা অফিসের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৯-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ভিত্তিক দরপত্র আহবান/গ্রহণ, চুক্তি সম্পাদন কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং জুন/২০১১ মাসের প্রগ্রেস রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জামালপুর, শেরপুর, নড়াইল, নরসিংদী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও প্রকল্প পরিচালক, পল্লী সড়কে হালকা যানবাহন চলাচলযোগ্য ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প কার্যালয়ে অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণে সরকারের যথাক্রমে ১৮,২৫,৮০,৬৭৭ [পরিশিষ্ট-ঝ(১)], ১৩,৮৮,৫৮,৬৫৪ [পরিশিষ্ট-ঝ(২)], ২০,৯৫,৫১১ টাকা [পরিশিষ্ট-ঝ(৩)], ২,৫৪,৭৭,৭৪০ টাকা [পরিশিষ্ট-ঝ(৪)], ৩১,৩৫,২৪৩ টাকা [পরিশিষ্ট-ঝ(৫)], ৪৩,৮৮,৬৬২ টাকা [পরিশিষ্ট-ঝ(৬)] এবং ৭,৯৫,১০,০০০ [পরিশিষ্ট-ঝ(৭)] টাকা আর্থিক দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর কুমিল্লা এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা অফিসে একনেক অনুমোদিত ডিপিপিভূক্ত ১০০০ মিটার সড়কের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৬,২০,০০০ টাকা মঞ্জুরীর বিপরীতে ঐ সড়কের মাত্র ৮৫০ মিটার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প খাত হতে ৬১,৯৯,০৪০ টাকা বরাদ্দ করেছেন ফলে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ সড়ক নির্মাণের জন্য ৭১.২৪% অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করে সরকারের ২৫,৭৯,০৪০ টাকা ক্ষতি করেছেন [পরিশিষ্ট-ঝ(৮)]।
- এক্ষেত্রে উক্ত ০৮টি কার্যালয় কর্তৃক বরাদ্দের অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করে সরকারের ৪৩,৮৬,২৫,৫২৭ টাকার আর্থিক দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডি পি-১/২০০০/১২ নং আর্থিক ক্ষমতা বন্টন বিধির ৩ (গ,ঘ) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা বাধ্যতামূলক এবং ভবিষ্যতে বরাদ্দ পাওয়া যাবে এ প্রত্যাশায় কোন অর্থ ব্যয় করা বা ব্যয়ের জন্য কার্য সম্পাদন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
- Central Public Works Account Code (CPWA),Gi Appendice-6 এর ২৭ নং অনুচ্ছেদ এবং Central Public Works Department Code (CPWD), এর ৮৯ (ডি) (৫) এবং (৭) নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন অবস্থাতেই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে সরকারি দেনার সৃষ্টি করে কোন ঠিকাদারের সাথে এমন চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি অনুযায়ী বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন করে সরকারি দেনার সৃষ্টি করতে পারেন না।
- সিপিডব্লিউ 'ডি' কোডের ৭১ নং প্যারার নোট-০২ নং বিধান অনুযায়ী অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা কোন অবস্থাতেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র অতিরিক্ত কোন অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করতে পারেন না।
- জিএফআর ৯ এর নির্দেশানুযায়ী বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে সরকারের আর্থিক দায় সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবান করে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ আর্থিক বিধি উপেক্ষা করে বরাদ্দ ব্যতিত দরপত্র আহবান করে সরকারের দায় সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। তদুপরি কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবান করে সরকারের দায়-সৃষ্টি করা হয়েছে সে বিষয়েও জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৫.৩.১২, ৪.৪.১২, ৭.৫.১২, ১.৪.১২, ১৯.৬.১২, ১৯.৬.১২, ১৪.৫.১২, ৫.৭.১২, ১০.৫.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৮.৮.১২, ৮.৭.১২, ২৯.৮.১২, ২৩.৯.১২, ১১.৯.১২, ৩.৯.১২, ১১.১০.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬.৯.১২, ৫.৯.১২, ১৭.১০.১২, ১৭.৯.১২, ২৮.৪.১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি ।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এমতাবস্থায়, এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক বর্ণিত দেনা সৃষ্টির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করানো প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোনাম	ঃ	৫টি কালভার্ট নির্মাণ না করা সত্ত্বেও কালভার্ট নির্মাণের ৪২,১৪,১০২ টাকা ব্যয় দেখিয়ে হিসাবভুক্ত।
বিবরণ	ঃ	• প্রকল্প পরিচালক, কুমিল্লা জেলার প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ অবকাঠামো নির্মাণ (দাউদকান্দি মডেল) প্রকল্পের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ১৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালীন সময়ে পরিশিষ্ট-এঃ তে বর্ণিত বক্স কালভার্ট নির্মাণ সংক্রান্ত প্রাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন কাঠালিয়া মৌসুমী মৎস্য চাষ প্রকল্প, পশ্চিমপাড়া মৎস্য চাষ প্রকল্প এবং কাজিরনাঁও মনাইরকান্দি মৎস্য চাষ প্রকল্প, মহিষমারী জগন্নাথকান্দিতে এম এস নেট নির্মাণ ও মনিপুর মৎস্য চাষ প্রকল্পের চেঃ ১৫০ মিঃ আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ নামক ৫টি বক্স কালভার্ট নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন অনুমোদন ও বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এমনকি কার্যাদেশও প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত ৫টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ স্থগিত করা হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ অর্থাৎ প্রকল্প Closed হওয়া পর্যন্ত তা আর নির্মাণ করা হয়নি। তা সত্ত্বেও উক্ত অনুমোদিত স্কীম ও প্রাক্কলনের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ৪২,১৪,১০২ টাকা কোথায় ব্যয় করা হয়েছে তা কোন হদিস পাওয়া যায়নি। অথচ অগ্রগতির প্রতিবেদনে (জুন/২০১১ মাসে) ডিপিপি মোতাবেক বরাদ্দকৃত ৭৫টি বক্স কালভার্ট নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ৩৫৬ লক্ষ টাকা ৭৫টিই কালভার্ট নির্মাণ দেখিয়ে ব্যয় দেখানো হয়েছে (পরিশিষ্ট-এঃ)। • কালভার্ট নির্মাণ না করা সত্ত্বেও কালভার্ট নির্মাণে ব্যয় দেখিয়ে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• বর্ণিত কালভার্ট সমূহ চাহিদামত ভিন্ন স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে কোন অনিয়ম করা হয়নি।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোন স্থানের স্থাপনা নির্মাণের বিষয়টি ঐ স্থানের প্রয়োজনীয়তা মাঠ জরিপ ও অন্যান্য তথ্য উপাত্তর উপর নির্ভর করে প্রশাসনিক ও কারিগরী অনুমোদন প্রদান করা হয়। ভিন্ন স্থানে উহা নির্মাণ করতে হ'লে পুনরায় ঐ স্থানের মাঠ জরিপ কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে করতে হবে। তদুপরি যে স্থানের জন্য কালভার্ট গুলির নির্মাণের অনুমোদন ছিল সে স্থানে কেন করা হ'ল না সে বিষয়েও জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের কাজের বাস্তব পরিদর্শনের প্রতিবেদন নিরীক্ষায় সরবরাহের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করা হলেও নিরীক্ষাধীন বিভাগ তা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় আদৌ উক্ত কালভার্ট গুলি নির্মিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২১.৩.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৯.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোনাম ঃ জামানতের অর্থের ওপর ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ ১৩,৩১,৫৭৮ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়নি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরিশাল কার্যালয়ের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৯-১১-২০১১ খ্রিঃ হতে ১১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে ঠিকাদারগণের দরপত্রের সাথে আর্নেস্টমানি হিসাবে জামানতের পে-অর্ডার জমা সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,
- যে সমস্ত ঠিকাদার সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে বিবেচিত হন তাঁহাদের পে-অর্ডার ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক বরিশাল শাখায় ০০৩২-১৩১০০০০০৫৪৮ হিসাব নম্বরে জমা দেয়া হয়। উক্ত ব্যাংকের হিসাব বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ২৫-৫-২০০৫ খ্রিঃ হতে ২-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমাকৃত জামানতের টাকার উপর সর্বমোট ১৪,৯৪,৪২৬ টাকার সুদ ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে। যাহা উক্ত হিসাবে জমা আছে। এছাড়া উক্ত সুদের টাকার উপর ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট ১,৪৯,৪৪৩ কর কর্তন করা হয়েছে এবং পে-অর্ডারের টাকা কালেকশন চার্জ করা হয়েছে ১৩,৪০৫ টাকা।
- ব্যাংক কর্তৃক সর্বমোট (১,৪৯,৪৪৩+১৩,৪০৫)= ১,৬২,৮৪৮ টাকা উক্ত হিসাব হতে কর্তন করা হয়েছে। ফলে (১৪,৯৪,৪২৬-১,৬২,৮৪৮)= ১৩,৩১,৫৭৮ টাকা প্রাপ্ত সুদ সরকারি খাতে জমা যোগ্য হলেও নিরীক্ষাধীন অফিস ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়নি (পরিশিষ্ট-ট)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই পূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। ব্যাংকে জমাকৃত জামানতের অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা যোগ্য।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৫.৭.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ব্যাংক হতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত টাকা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

শিরোনাম	ঃ	**পৌরসভার আওতাধীন সড়ক উন্নয়নে এখতিয়ার বহির্ভূত অনিয়মিত ব্যয় ৪৮,২২,৯৫৩ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, শেরপুর অফিসের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব ১৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে শ্রীবর্দি পৌরসভাধীন কলাকান্দা-ফুটবাড়ী চেয়ারম্যান বাড়ী,সাহার বাড়ী ১৬২০ মিটার সড়ক নির্মাণ কাজের জন্য মেসার্স রানা এন্টার প্রাইজ নামক ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, কারিগরী প্রতিবেদন মোতাবেক বর্ণিত সড়কটি শ্রীবর্দি পৌরসভার রাস্তা যা বর্ণিত পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষন হয়ে আসছে। • এক্ষেত্রে উপরোক্ত সড়কটি শ্রীবর্দি পৌরসভা কর্তৃক এলজিইডি'র নিকট হস্তান্তর এবং এলজিইডি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণের পূর্বে কোন কার্যক্রম গ্রহণ অর্থাৎ সড়ক নিমাণ কিংবা মেরামত কার্য সম্পাদনের কোন সুযোগ নেই। • কিন্তু নিরীক্ষাধীন অফিস কর্তৃক আলোচ্য সড়কের ১৬২০ মিটার নির্মাণ প্রদর্শন করে ৯-৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ৫০৬ নম্বর ভাউচারে ঠিকাদারকে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ৪৮,২২,৯৫৩ পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঠ)।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরে জবাব দেওয়া হবে।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব স্বীকৃতিমূলক। • এলজিইডি বহির্ভূত এবং পৌরসভা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষনকৃত সড়ক নির্মাণের প্রমাণক সমেত আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৪.৪.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৮.৭.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• উপরোক্ত ক্ষতির ব্যাপারে দায়িত্ব নির্ধারণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। • আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-১৩

শিরোনাম	ঃ	**অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে যে কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা না করে ভিন্ন কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের অর্থ খরচে অনিয়মিত ব্যয় ২,৩৯,৫০,০০০ টাকা।**
বিবরণ	ঃ	• প্রকল্প পরিচালক, ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর) এর ২০১০-১১ সালের কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
		• নিরীক্ষাকালীন সময়ে বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,ডিপিপিতে ভূমি অধিগ্রহণের ১,০০,০০,০০০ টাকা কোনরূপ অনুমোদন ছাড়াই অনিয়মিতভাবে পূর্ত কাজে ব্যয় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-ড(১)] এবং বৃক্ষরোপন খাতে ২০০.০০ কিঃমিঃ এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১,৫৮,০০,০০০ টাকা। কিন্তু ২৩ কিঃমিঃ বৃক্ষরোপন করে ১৮,৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেন অবশিষ্ট ১,৩৯,৫০,০০০ টাকা পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ব্যতিত পূর্ত খাতে ব্যয় করেন [পরিশিষ্ট-ড (২)] ।
		• পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন ব্যতিত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। তাছাড়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/২০০০/১২ তারিখ-৩-২-২০০৫ খ্রিঃ মোতাবেক এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না।
		• অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২২-১২-২০০৪ খ্রিঃ তারিখের নং-অম/অবি/উবা-০১/বিবিধ-৭৬/০২.৮৩৮ নং আর্থিক ক্ষমতা বন্টন বিধি'র ৩৭ (২) নং শর্ত অনুযায়ী অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান/অন্তর্ভুক্ত না থাকলে প্রকল্পের অর্থ দ্বারা অন্য কাজ বাস্তবায়ন করা যায় না।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• প্রকল্প পরিচালক জানান নথিপত্র পর্যালোচনা করে বিস্তারিত জবাব দেওয়া হবে।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে প্রকল্প বহির্ভূত বর্ণিত কাজ সম্পাদনের জন্য কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান এবং কাজ সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের অর্থ মঞ্জুর করেছেন।
		• উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ৫.৭.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপন আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

শিরোনাম	ঃ	**অনুমোদিত ড্রয়িং এর কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও আরসিসি ব্রিজের অবশিষ্ট অংশ নির্মাণ কাজে ঠিকাদারকে চুক্তিবদ্ধ পরিমানের অধিক পরিশোধ করায় ১৫,০৩,১২৮ টাকা ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	• নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জামালপুর অফিসের ২০১০-২০১১ অর্থবৎসরের হিসাব ৭-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে ১০-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩৩ নং ভাউচারে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলাধীন চরশুমারীহাট সড়কের ৪৫০০ চেইনেজে ২১০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ অবশিষ্ট কাজের জন্য মেসার্স মিতুল এন্টারপ্রাইজ নামক ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, • অনুমোদিত ড্রয়িং এবং প্রাক্কলনের আলোকে আলোচ্য ব্রিজের অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ১,৭৭,৯৭,২৩২ টাকায় চুক্তি সম্পাদন পূর্বক ১০-১১-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ২২৭৬ নম্বর কার্যাদেশ জারি করা হয়। • এক্ষেত্রে মূল ব্রিজের ড্রয়িং ডিজাইনের কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিত চূড়ান্ত বিলে ঠিকাদারকে ১,৯৩,০০,৩৬০ টাকা পরিশোধ করায় (১,৯৩,০০,৩৬০-১,৭৭,৯৭,২৩২)=১৫,০৩,১২৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঢ)।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• প্রকল্প সদর দপ্তর হতে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন প্রাপ্তির পর ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
নিরীক্ষার মন্তব্য	ঃ	• জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নির্মিত ব্রিজের ড্রয়িং/ডিজাইনের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় অতিরিক্ত কর্ম সম্পাদন ও মূল্য পরিশোধের কোন সুযোগ নেই। • উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ২১.৩.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৯.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• উপরোক্ত ক্ষতির ব্যাপারে দায়িত্ব নির্ধারণসহ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

শিরোনাম ঃ **এইচবিবি রাস্তাকে বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তায় উন্নীত করণ কাজে বিদ্যমান রাস্তায় বালুর স্তর থাকা সত্ত্বেও পুনরায় SAND FILLING দেখিয়ে প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধে ৩৩,০৭,২৩০ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনার ২০১০-২০১১ খ্রিঃ সালের নিরীক্ষায় বিভিন্ন জিওবি প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান এইচবিবি রাস্তাকে বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তায় উন্নীতকরণ কাজের প্রাক্কলন, বিল ভাউচার পর্যালোচনায় বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে

- কোন রাস্তা নির্মাণে প্রথমে এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের পর পরবর্তী বৎসরে তা বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তায় রূপান্তর করা যাবে না। সে নীতিমালার আলোকে পরিশিষ্টে বর্ণিত রাস্তাগুলি এইচবিবি হতে বিসিতে উন্নীত করণে যেসকল আইটেম ও প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত করে এইচবিবি রাস্তাকে বিসি রাস্তায় উন্নীত করণ কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন ও কার্য সম্পাদন আবশ্যক।

- বিদ্যমান রাস্তার সোলিং এর নীচে বালুর স্তর বিদ্যমান থাকায় পুনরায় SAND FILLING আইটেম প্রযোজ্য নয়। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজে অনিয়মিতভাবে প্রাক্কলনে SAND FILLING আইটেম অনুমোদন নিয়ে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধে ৩৩,০৭,২৩০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ণ)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাস্তবতার নিরীখে রাস্তার প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে রাস্তার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্যমান রাস্তায় বালুর স্তর থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বালু ভরাট (SAND FILLING) দেখিয়ে প্রাক্কলন প্রণয়ন, অনুমোদন ও বিল পরিশোধে ৩৩,০৭,২৩০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৫.৫.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩০.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭.১০.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করে আদায়ের অগ্রগতি জানাতে অনুরোধ জানানো হল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

শিরোনাম ঃ **বরাদ্দ মঞ্জুরি ব্যতিত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের দায় দেনা পরবর্তী অর্থবৎসরে পরিশোধ করায় ১,০৬,৭৪,৩৪৯ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জামালপুর, নড়াইল ও নীলফামারী অফিসের ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের হিসাব ০১-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৫-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, ক্যাশবহি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, জামালপুর, নড়াইল, নীলফামারী এলজিইডি কার্যালয়ে মোট (৩৮৬,৮৩,৪৪৬+১৮,৪০,২২৫+৫১,৫০,৬৮০) =১,০৬,৭৪,৩৪৯ টাকায় দায় দেনার সৃষ্টি করা হয়েছে।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জামালপুর ও নড়াইল অফিসে সুনির্দ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও বর্তমান বছরে বার্ষিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছাড়াই এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত মেরামত কাজের বকেয়া দাবি বাবদ যথাক্রমে ৩৬,৮৩,৪৪৪ টাকা [পরিশিষ্ট-ত(১)] ও ১৮,৪০,২২৫ টাকা [পরিশিষ্ট-ত(২)] ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে পরিশোধ করে উক্ত টাকার দায় দেনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নীলফামারী অফিসে কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্তের প্রায় এক বৎসর পর কাজ সম্পাদন দেখানো হয়। ঠিকাদারকে ২০১০-২০১১ অর্থবৎসরে ৫১,৫০,৬৮০ টাকার চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয় [পরিশিষ্ট-ত(৩)]।

- অর্থাৎ এক্ষেত্রে উক্ত ০৩টি কার্যালয় কর্তৃক বরাদ্দ মঞ্জুরি ব্যতিত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজের বকেয়া বিল পরবর্তী অর্থবৎসরে পরিশোধ করায় ১,০৬,৭৪,৩৪৯ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

- সিপিডব্লিউ এ কোডের প্যারা ৩২-৩৯ অনুযায়ী সুনির্দ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ব্যতিত কোন অর্থ ব্যয় করা যায় না। এক্ষেত্রে বকেয়া বিল পরিশোধের কোন সুনির্দ্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও মঞ্জুরি না থাকা সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করা হয়।

- জিএফআর বিধি-৯ অনুযায়ী সরকারি খাত হতে কোন অর্থ খরচ করার পূর্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরি আছে কিনা, বাজেট বরাদ্দ অর্থের সংকুলান আছে কিনা, মঞ্জুরীর ক্ষমতা আছে কিনা এবং খরচের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি।

- পিপিআর-২০০৮ বিধি ৩৯ (৩) অনুযায়ী কার্য সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডি এর স্মারক নং-এলজিইডি/সিই/পিইউ-৪৭/২০০৮/৩৭৫ তারিখ-২৬-১০-২০০৮ খ্রিঃ মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী ৪০% সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস এবং প্রকল্প পরিচালক ৬০% সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির ক্ষমতাবান। এক্ষেত্রে ১০০% সময় বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সময় সীমা ০৮ (আট) মাস। এক্ষেত্রে আট মাসের অতিরিক্ত সময়ের পর কাজ সম্পাদনের কোন সুযোগ/অবকাশ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জামালপুর কর্তৃপক্ষ জানান প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকায় পরবর্তী বছরের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে।

- নড়াইল কর্তৃপক্ষ জানান যে সদর দপ্তর কর্তৃক Carried Over হিসাবে অনুমোদন প্রদান করায় বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

- নীলফামারী কর্তৃপক্ষ জানান যে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর হতে কাজের সময় অনুমোদন পূর্বক বিল প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সিপিডব্লিউ ডি কোডের ১০৪ নম্বর অনুচ্ছেদ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পরিপালন করা হয়নি ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে যথাক্রমে ১৫.৩.১২, ১.৪.১২, ১৫.৫.১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবরে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে যথাক্রমে ২৮.৮.১২, ২৩.৯.১২, ৫.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬.৯.১২, ১৭.১০.১২, ১৭.৯.১২ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উপরোক্ত অনিয়মিত ব্যয়ের ব্যাপারে দায়িত্ব নির্ধারণসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত,
(মোঃ আনিছুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/২৪০৬কম/এ—৭১৩ বই, ২০১৫।